সমকাল

তারিখ 29 MAR 2018
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

এইচএসসিতে ঝরল তিন লাখ শিক্ষার্থী

■ বিশেষ প্রতিনিধি

দুই বছরের ব্যবধানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সারাদেশে ঝরে পড়েছে দুই লাখ ৮৫ হাজার ৩৭৫ শিক্ষার্থী। পাশাপাশি গত বছরের তুলনায় এ বছর ঝরে পড়ার হারও বেড়েছে। ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নিবন্ধন করেছিল ১৩ লাখ তিন হাজার ৭৮৬ ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেছে ১০ লাখ ১৮ হাজার ৪১১ জন।

গতকাল বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দেওয়া পরিসংখ্যানে এ চিত্র দেখা গেছে।

গত বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৭ সালে ঝরেপড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লাখ ৪০ হাজার। আর এই বছর এ সংখ্যা দুই লাখ ৮৫ হাজার ৩৭৫ জন। গত বছরের তুলনায় এ বছর ঝরেপড়ার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪০ হাজার।

শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়ার হার বাড়ার কারণ জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, দেশের বাস্তবতা এখনও এ রকম। তাদের পক্ষে যা যা সম্ভব, তা তারা করছেন। দরিদ্র অঞ্চলের জন্য ও মেয়েদের ক্ষেত্রে একটি বয়সে বাইরে যাওয়া, বিয়ের ব্যবস্থা করাসহ নানা প্রশ্ন এসে যায়। তবে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ছে। ধীরে ধীরে এটা কমে আসবে।

২০১৮ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা আগামী ২ এপ্রিল থেকে সারাদেশে একযোগে শুরু হচ্ছে। সারাদেশের দুই হাজার ৫৪১টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে অন্তত ডজনখানেক নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় মনে করছে, এসব সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে কাজে আসবে, মানুষের পক্ষে যেসব ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব, সম্ভাব্য এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি রাখা হয়নি বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব জাভেদ আহমেদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক মো. মাহাবুবুর রহমান ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হকসহ মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের প্রতিনিধিরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১৩ লাখ ১১ হাজার ৪৫৭ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৬ লাখ ৯২ হাজার ৭৩০ জন এবং ছাত্রী ৬ লাখ ১৮ হাজার ৭২৭ জন।

বেড়েছে পরীক্ষার্থী : ২০১৭ সালে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১১ লাখ ৮৩ হাজার ৬৮৬ জন। ২০১৮ সালে এ সংখ্যা ১ লাখ ২৭ হাজার ৭৭১ জন বেড়েছে। ২০১৭ সালের তুলনায় মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার বেড়েছে ৭৯টি আর পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে ৪৪টি।

অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা : প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের সহযোগিতা চেয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অভিভাবক যেন তার সন্তানকে ভালোভাবে লেখাপড়া করান। তারা কেউ যেন প্রশ্নপত্র ফাঁস বা ফাঁসের গুজবের পেছনে না ছোটেন। শিক্ষকদের কাছে আবেদন জানাব, তারা যেন অভিভাবকদেরসহ শিক্ষার্থীদের প্রতি দৃষ্টি দেন। প্রশ্নফাঁসের খবরের পেছনে ছুটে কারও লাভ হয় না, শিক্ষার্থীদের শুধু ক্ষতিই হয়। কেন্দ্রে দায়িত্বে যারা আছেন, তাদের অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের যে নির্দেশনা আছে তা ভালোভাবে পালন করুন।

মন্ত্রী বলেন, ফেসবুকে আগে দেওয়া পোস্টে পরীক্ষার পর প্রশ্নপত্র আপ করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে দেখানো যায় প্রশ্নপত্র আউট হয়েছে। এগুলো করা হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে। কিছু শক্তি এর পেছনে কাজ করছে। তারা সরকারের ভাবমূর্তি, জনপ্রিয়তা ও সাফল্যকে চাপা দিতে চায়।

সব ধরনের কোচিং সেন্টারই বেআইনি : সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে 'সব ধরনের কোচিং সেন্টারই বেআইনি, কোনো ধরনের কোচিং সেন্টারই আইনগত অ্যালাউড না' বলে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

সম্ভাব্য স্থান

এইচএসসিতে ঝরল

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, চাইলেই আমরা নিজেরা এগুলো বন্ধ করতে পারি না, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এগুলো বন্ধ করবে। আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আইন প্রয়োগ করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রয়েছে, তারা এটি করবে। গত এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে পরীক্ষার সাত দিন আগে থেকে সারাদেশের সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধের নির্দেশনা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এবার এইচএসসিতে পরীক্ষা শুরুর চার দিন আগে, আজ বৃহস্পতিবার থেকে সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।